

ছাত্রদল ঢাবি কমিটিতে পদ পেয়েছে লীগ ও শিবির

৮-এর পৃষ্ঠার পর সাধারণ সম্পাদকের এলাকা গলাচিপা থানার ১৭ জন রয়েছে কমিটিতে। সম্পাদকীয়সহ বহু সদস্যপদ পেয়েছে ১ অটোবরের নির্বাচনের পর থেকে ছাত্রদল করা নবাবগড়রা। যাদের অনেকেই চেনেন না স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতারা। বাদ দিতে না পেরে কঠিনভাবে 'সাইজ' করা হয়েছে ত্যাগী নেতা-কর্মীদের। কমিটিতে অনেকে আছেন যাদের ছাত্রত্ব নেই। সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ শাখার কমিটিতে এতো অনিয়মের-অসমতির অভিযোগে গতকালই (সোমবার) পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছে নবগঠিত বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির পাঁচজন নেতা। এছাড়া কেন্দ্রীয়

বলে জানিয়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় এক নেতা ফোভ প্রকাশ করে বলেন, 'নেতারা তাদের কাছে লোকদের কমিটিতে ঢুকিয়ে পদগুলো ভাগ-ভাটোয়ারা করে নিয়েছে। দলের ত্যাগী কর্মীদের কোন মূল্যায়ন করা হয়নি।' কমিটি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ছাত্রলীগের কমপক্ষে অর্ধডজন কর্মী পদ পেয়েছে ছাত্রদলের কমিটিতে। শিবিরেরও রয়েছে কয়েকজন। এরা কেন্দ্রীয় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কাছে লোক হওয়ার তাদের অর্জিতের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখেও না দেখার ভান করেছেন নেতারা। ছাত্রলীগ করে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্যপদ লাভকারী কর্মী মোজাম্মেল হক রাজুকে গতকাল সকালে মধুর ক্যান্টিনে কেন্দ্রীয় সভাপতি লাস্ট ও সাধারণ সম্পাদক হেলালের শীমানে হেনস্তা করে ছাত্রদল কর্মীরা। এসএম হলের ছাত্রদলের মুগ্ধ সম্পাদক দানের নেতৃত্বে ছাত্রদলের কর্মীরা রাজুকে মধুর ক্যান্টিন থেকে বের করে দেয়। এ সময় মধুর ক্যান্টিন এলাকায় মদু উত্তেজনা দেখা দেয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতৃবৃন্দ পরিস্থিতি শান্ত করেন।

জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় যাদেরকে পদ দেয়া হয়েছে তাদের অনেকেই চেনেন না কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতারা। সর্বশ্রিত সুত্র জানায়, ক্যান্টিনে আধিপত্য কয়েকের লক্ষ্যে ছাত্রদলের একটি বিশেষ গ্রুপের নেতারা কেন্দ্রীয় শীর্ষস্থানীয় দু'নেতার এক নেতার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি তাদের অনুকূলে নিয়েছেন। উক্ত নেতা

অলসতাব্যত ক্যান্টিনে কম আসার কারণে এবং ক্যান্টিনে রাজনীতিতে তার কম পরিচিতি থাকায় কর্মীদের কাউ কেউ চিনেন না। নামও জানেন না হতেগোনা কয়েকজনের। তাই বিশেষ গ্রুপের নেতাদের ঘারা সহজেই তিনি প্রভাবিত হয়ে যাকে-তাকে পদ দিয়েছেন। একই সাথে কমিটিতে শীর্ষস্থানীয় ত্যাগী নেতা-কর্মীদের কোন মূল্যায়ন করা হয়নি। নবগঠিত ও জুনিয়র কর্মীদের সম্পাদকীয় পদ দিয়ে গড়ে সদস্যপদ দেয়া হয়েছে ত্যাগী ও সিনিয়র কর্মীদেরকে। সাইমুম নামে এক নেতাকে সাংস্কৃতিক সম্পাদক দিয়ে সহ-সম্পাদক করা হয়েছে একই ইমারের ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটির সভাপতি বাসিমুল করিম ইকবালকে।

এদিকে গত রবিবার রাতে মুহম্মীন হলের সভাপতি মেসবাহ গ্রুপের কর্মীরা কয়েকজন নীলফেত মার্কেটে চাঁদা চাইতে গেলে ব্যবসায়ীরা একজনকে আটক করে পুলিশে সোপর্ন করে বলে জানা গেছে।

আত্মজাতক সম্পাদক নীরব, সদস্য নজরুল ইসলাম, আব্দুল গাফফার, কুতুবুদ্দীন। পদত্যাগের কথা ভাবছেন আরও অনেকে। ছাত্র রাজনীতিতে অগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন তারা। ছাত্রদলের বর্তমান নেতৃত্ব থেকে তারা আর ভাল কিছু আসা করছেন না

পাঁচ নেতার পদত্যাগপত্র জমা ছাত্রদলের ঢাবি কমিটিতে পদ পেয়েছে ছাত্রলীগ ও শিবির

বিশ্ববিদ্যালয় সিপোর্টার :
জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় শীর্ষস্থানীয় নেতাদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে সংগঠনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নথিযোজিত পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে গৃহীত পেয়েছে ছাত্রলীগের কমপক্ষে অর্ধডজন নেতা-কর্মী। পদ পেয়েছে শিবির কর্মীরাও। কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতাদের পকেটের লোক হওয়াই ছিল পদপ্রাপ্তিতে তাদের একমাত্র যোগ্যতা। কমিটিতে প্রধান্য দেয়া হয়েছে একটি বিশেষ অঞ্চলকে। শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ৭-এর পৃষ্ঠার ৮-এর কঃ দেখুন